বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি

বৈদেশিক নীতি

- বৈদেশিক নীতি হলো কোনো দেশের জাতীয় নীতির সেই অংশ, যা বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
- রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সর্বোপরি বিশ্বে সম্মানজনক অবস্থান সৃষ্টির জন্য পররাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রীয় নীতিরই অনিবার্য অনুষঙ্গ।

বৈদেশিক নীতি

- জার্মান রাষ্ট্রনায়ক অটোভন বলেন, ‘কোন দেশের অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো বৈদেশিক নীতি।’
- Prof. Padelford ও Lincoln তাদের ‘Dynamics of International Politics’ গ্রন্থে বলেন, ‘বৈদেশিক নীতি হলো একটি দেশের জাতীয় নীতির একটি অংশ, যার দ্বারা অন্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং এ সম্পর্ক জাতীয় স্বার্থের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।’

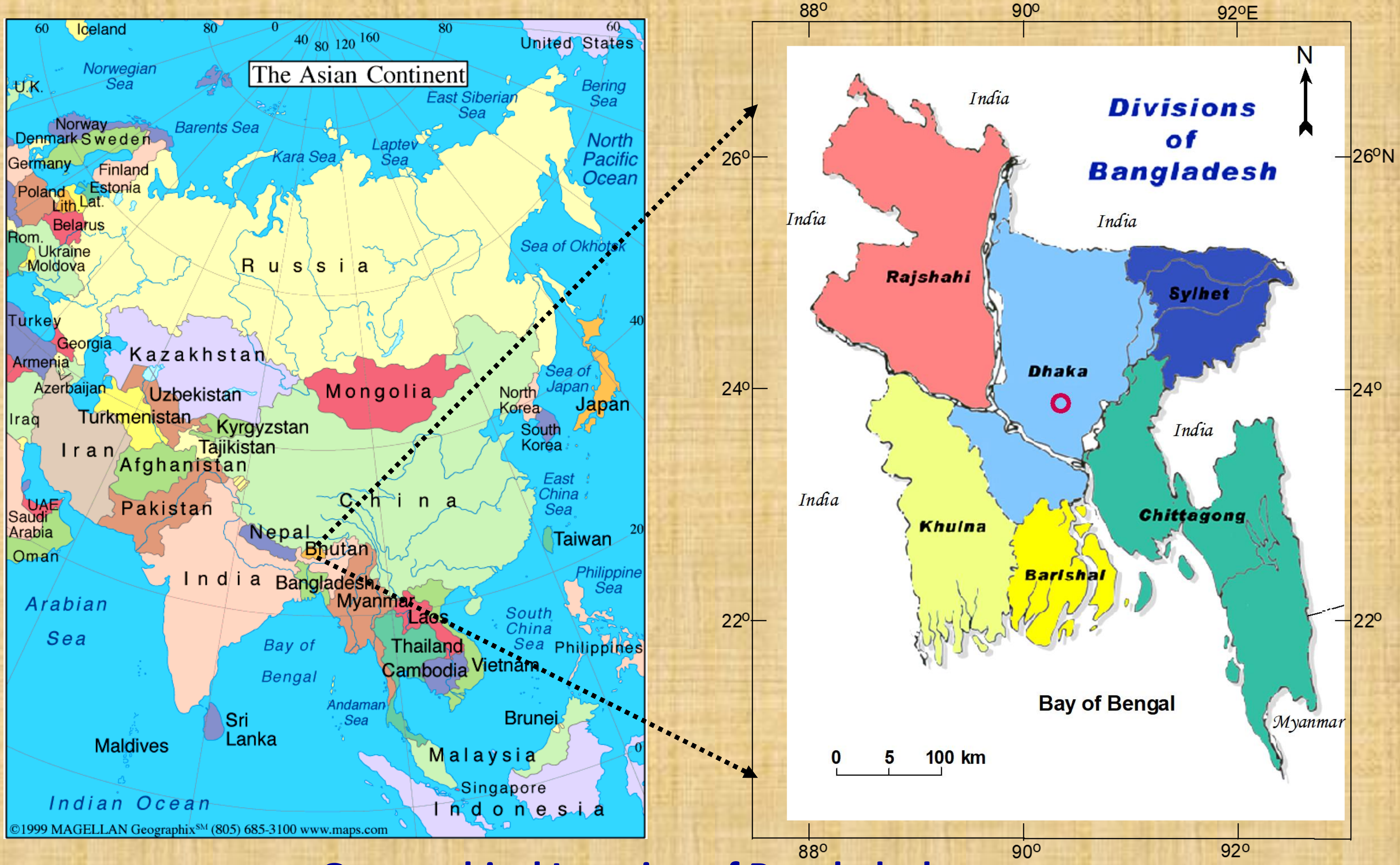
The Asian Continent
Iceland
Norwegian Sea
U.K.
Barents Sea
East Siberian Sea
Bering Sea
United States
Norway
Denmark
Sweden
Germany
Finland
Estonia
Poland
Lith.
Lat.
Belarus
Rom.
Ukraine
Moldova
Kara Sea
Laptev Sea
North Pacific Ocean
Sea of Okhotsk
Russia
Turkey
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Kazakhstan
Uzbekistan
Turkmenistan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Mongolia
North Korea
South Korea
Sea of Japan
Japan
Iraq
Iran
Afghanistan
Pakistan
China
East China Sea
UAE
Saudi Arabia
Oman
Nepal
Bhutan
Taiwan
India
Bangladesh
Myanmar
Laos
Philippine Sea
Arabian Sea
Bay of Bengal
Thailand
Cambodia
Vietnam
South China Sea
Philippines
Andaman Sea
Sri Lanka
Maldives
Brunei
Malaysia
Singapore
Indonesia
Indian Ocean
©1999 MAGELLAN Geographix℠ (805) 685-3100 www.maps.com
88°
90°
92°E
26°
26°N
24°
22°
88°
90°
92°
Divisions of Bangladesh
N
India
India
India
India
India
Rajshahi
Dhaka
Sylhet
Khulna
Barishal
Chittagong
Bay of Bengal
Myanmar
0
5
100 km

Geographical Location of Bangladesh

Bangladesh Map

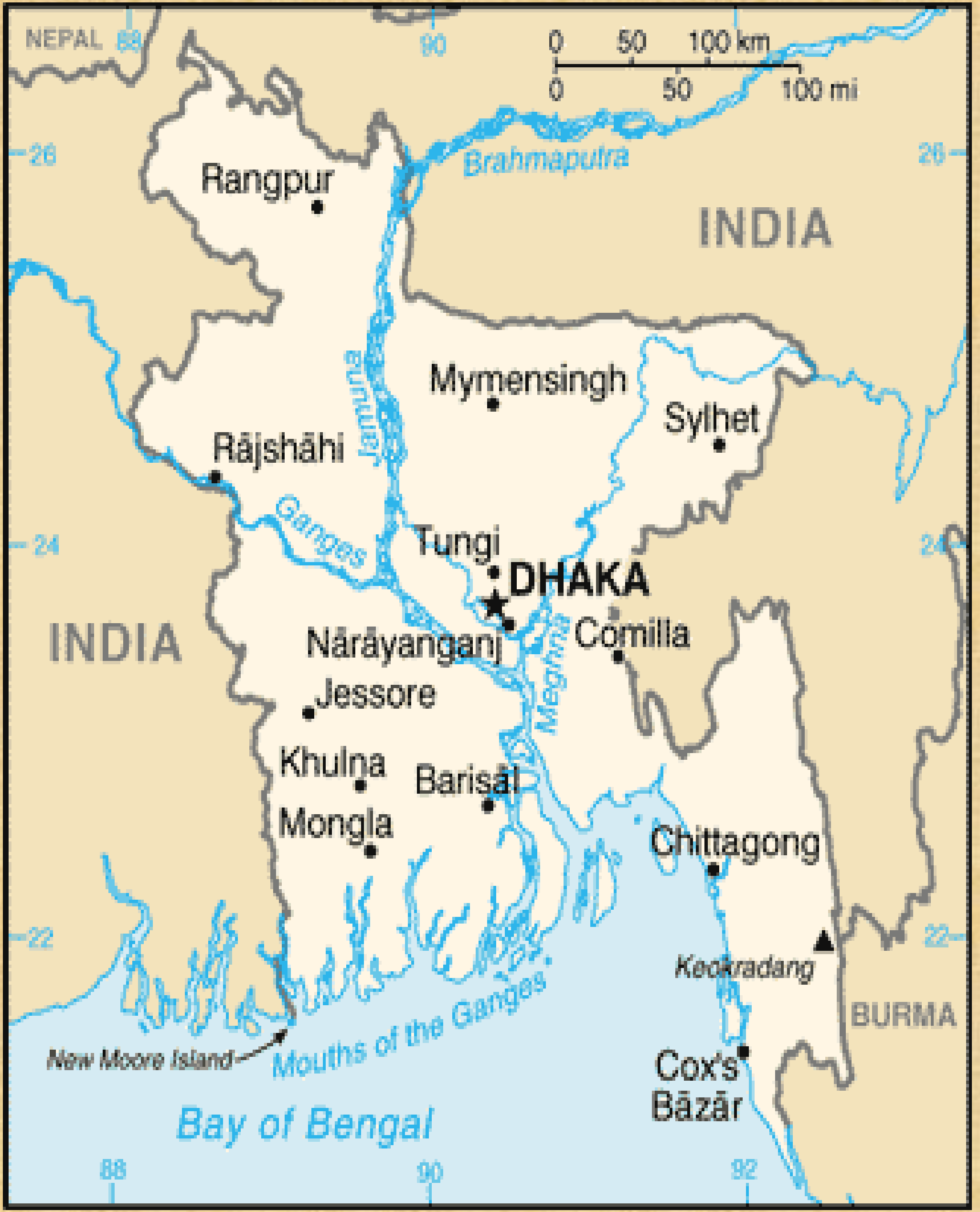
NEPAL
88
90
0 50 100 km
0 50 100 mi
26
Brahmaputra
Rangpur
INDIA
Jamuna
Mymensingh
Sylhet
Rājshāhi
Ganges
24
Tungi
DHAKA
Comilla
INDIA
Nārāyanganj
Meghna
Jessore
Khulna
Barisāl
Mongla
Chittagong
22
Keokradang
BURMA
New Moore Island
Mouths of the Ganges
Cox's Bāzār
Bay of Bengal
88
90
92

বৈদেশিক নীতি

- Joseph Frankle তার ‘Making of Foreign Policy’ গ্রন্থে বলেছেন, ‘বৈদেশিক নীতি হলো সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল, যা এক রাষ্ট্রের সাথে অন্য রাষ্টের সম্পর্ক সৃষ্টি করে।’

বৈদেশিক নীতি

- বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাগুলোর আলোকে বলা যায়, কোনো রাষ্ট্র তার প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালায় সেটাই তার বৈদেশিক নীতি।

বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি

বাংলাদেশ একটি সদ্য স্বাধীন, সার্বভৌম ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি ও নির্ধারিত হয়েছে মৌলিক অধিকার, আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। আর এর মাধ্যমে বাংলাদেশ তার জাতীয় স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালায়।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহ।

পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহ।

যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও যোগাযোগের অংশ। তাই পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি সমূহ বিভিন্ন উপাদান অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও আন্তর্জাতিক পরিবেশের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। এই ফ্যাক্টর গুলোই পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক সমূহ নিম্নোক্ত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত

১. অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিত ও
২. আন্তর্জাতিক বা বহির্বিশ্ব প্রেক্ষিত।

১.অভ্যন্তরীণ পরিপ্রেক্ষিত (Domestic Determinant)

ক.ভৌগোলিক অবস্থান ঃ

খ. ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ ঃ

গ. ভূ-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

ঘ. রাজনৈকিতক নেতৃত্ব ঃ

ঙ. জনমত ঃ

চ. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী ঃ

২. আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত

ক. বিশ্বরাজনীতির দৃশ্যপট

খ. ইসলামী বিশ্ব ঃ

গ. আঞ্চলিক পরিবেশ ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিমালার বৈশিষ্ট্যঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অনান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের ও জাতিসংঘের সনদে বর্ণিত নীতি সমূহের প্রতি শ্রদ্ধা - এ সকল নীতি হবে রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভিত্তি এবং এ সকল নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র।

ক. আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগ পরিহার এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রী করণের জন্য চেষ্টা করবে।

খ. প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বাধীন অভিপ্রায় আনুযায়ী পথ ও পন্থার মাধ্যমে অবাধে নিজস্ব সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারন ও গঠনের অধিকার সমর্থন করবে এবং

গ. সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ বা বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করবে।

অবশ্য এ লক্ষ সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছিল বাংলাদেশে যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত ছিল।

পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় উপ-অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটান।

এতে বলা হয় রাষ্ট্র ইসলমী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশ সমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত ,সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবে।

বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের বক্তব্য থেকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেসব নীতমালা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

১. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।

২. অন্যান্য দেশের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা।

৩. জাতিসংঘের গৃহীত নীতিমাল মেনে চলা।

৪. আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান।

৫. কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

৬. অন্যান্য দেশের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

৭. বিশ্বের সর্বত্র নিপীড়িত জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করা।

৮. মুসলিম দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা বিগত প্রায় সাড়ে তিন দশক ধরে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দিক নির্শেশকের ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলো হলো ঃ

প্রথমত, জাতিসংঘের সনদ ও নীতিমালা, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমবাধান নীতির প্রতি অঙ্গীকারাবদ্ধ ।

দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসঙগঠন, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা ও অর্থনৈতিক সংগঠন সমূহের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন।

তৃতীয়ত, EEC, EU, ASEAN, OPEC. GCC, OIC, আরব লীগ, কমনওয়েলথ প্রভৃতির সঙ্গে সুসম্পর্ক।

চতুর্থত, বাংলাদেশ মুসলিম দেশ সমূহের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রক্ষা ও ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত দাবির প্রতি সমর্থক দেশ। বাংলাদেশ আল কুদস কমিটির সদস্য, ইসরাইল-ফিলিস্তিন চুক্তির অন্যতম সমর্থনকারী।

পঞ্চমত, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতিসহ সকল বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সোচ্চার এবং বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সমর্থক।

ষষ্ঠত, যে কোনো দেশে শক্তিপ্রয়োগ ও বিদ্বেষপ্রসূত কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি হামলা চালানোর ঘোর বিরোধী। তাই বসনিয়া ও কসোভোতে মুসলিম নিধনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কঠোর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে।

সপ্তমত, বাংলাদেশ বর্তমানে অর্থনৈতিক কুটনীতির (Economic Diplomacy) ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। এর ফলে বিভিন্ন দেশ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে। এতে করে এতদঞ্চলের অর্থনীতিতে যেমন গতি সঞ্চার হয়েছে, তেমনি সাপটা ও সাফটা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেয়ায় বাংলাদেশে বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের বর্তমান সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার।

অষ্টম, জোট নিরপেক্ষ নীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য এবং কোনো সামরিক জোট বা মতাদর্শের অনুসারী নয়। তৃতীয় বিশ্বের সংহতির প্রতিও বাংলাদেশের সক্রিয় সমর্থন রয়েছে।

বিগত তিন দশকব্যাপী বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে সক্রিয় ও ইতিবাচক ভুমিকা রাখে। দেশের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনায়ও বাংলাদেশ একটি জোট নিরপেক্ষ, মুসলিম প্রধান ও তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশ হিসেবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা, সংহঠনসহ পশ্চিমা শক্তি ও মুসলিম দেশ গুলোর সাথে বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ করে, ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতির আসন লাভ করে, ২০০০ সলে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে এবং বহুকাল ধরে ৭৭ জাতি গ্রুপ সংস্থার নেতৃত্ব প্রদান করে।